শায়খুল হাদিসের প্রস্তাব গ্রহণ

২রা জানুয়ারী ৩৭ মুক্তিসন (২০০৭)

গত ২৩শে ডিসেম্বর শারিয়াপন্থী মওলানা আজিজুল হকের বাসায় গিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে শারিয়া-চুক্তিতে সই করেছে সেটা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। বি-এন-পি-জামাত সরকার পাঁচ বছরে ইচ্ছে থাকা সত্বেও যা করতে পারেনি, শারিয়া-ফতোয়াকে সেই আনুষ্ঠানিক বৈধতা দিয়েছে আ-লীগ। শুধু আ-লীগকেই নয়, এ চুক্তি সারা জাতিকে তাড়া করে বেড়াবে শত বছর। মওলানা আজিজুল হক বলেছেন কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এ চুক্তি জাতির জন্য ক্ষতিকর তবে তিনি এটা বাতিল করবেন। বিনীতভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা তাঁর যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করে তাঁকে টরন্টো বা নিউইয়র্ক শহরে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভয়াবহ কোন বিতর্ক নয়, আমরা শুধু শান্তভাবে দলিল-ভিত্তিক আলোচনা ভিডিয়ো রেকর্ড করে জাতির সামনে পেশ করব যাতে জাতি শারিয়া সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা তাঁর জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

এ ব্যাপারে আ-লীগের শেখ হাসিনা বা জনাব জলিলের ব্যাখ্যা শুনলে মনে হয় তাঁরা জাতিকে বাচ্চা ও গর্দভ দু'টোই মনে করেন। আদালতের ফতোয়াবিরোধী ছ'বছর ধরে ঝুলন্ত রায়টকে তাঁরা আইন বানাবার এবং সুষ্ঠুভাবে সে আইন প্রয়োগের কথা না বলে প্রস্তাব করেছেন সরকার অনুমোদিত কেন্দ্রীয় ফতোয়াবাজের। একটা বিশেষ লোকের হাতে ইসলাম-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগের সার্বিক মালিকানা বৈধভাবে তুলে দেয়া ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ তা তাঁরা বোঝেন নি। সবাই জানে d‡Zvqv হল AvBbMZ AwfgZ মাত্র। Bgvg kvwdও Zvi kvwiqv eB Dg`vZ Avj mvwjK-Gi 1184 côvq এটা বলেছেন। কোন বৈধ ইসলামি সরকার-প্রধান চাইলে শুধুমাত্র তখনই এ অভিমত দেয়া যায়, না চাইলে নয়। এ অভিমত তিনি নিতেও পারেন, বাতিলও করতে পারেন। বাংলাদেশের মত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে ফতোয়া বৈধ হবার প্রশ্নই ওঠেনা। কোন মেগাফতোয়াবাজকে বৈধতা দিলে সে শারিয়াপন্থী দলগুলোর সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবে। তারপর মসজিদ-মাদ্রাসা-মহফিল-রেডিয়ো-টিভি'র ক্রমাগত ওয়াজ-বিবৃতি মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জের জনগণের ধর্মীয় আবেগকে সর্বগ্রাসী কুক্ষিগত করবে। তারপর একদিন কালনাগিনীর প্যাঁচে সংসদকে গ্রাস করে সমান্তরাল সরকার চালাবে। আইনের ব্যাখ্যা না করে সে তার নিজের ব্যাখ্যাকে ইসলামের রূপ দিয়ে চড়াও হবে সংসদের ওপরে, সংসদের সাধ্য হবে না ইসলামি-ষ্ট্যাম্প লাগানো তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে বাতিল করার। ওয়ান-ওয়ে রাস্তায় একবার ঢুকলে শুধু যাওয়াই যায় ফেরা যায় না তেমনি ফতোয়ার ধর্মদণ্ড শুধু দেয়াই যায়, ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আমি রূপকথা শোনাচ্ছি না, ইরাণের নির্বাচিত সংসদের এখন এই বেহাল অবস্থা। সেখানে একই চরিত্রের শারিয়াপন্থী নিগাহ্‌বান কাউন্সিল আছে। এরা জনগণের নির্বাচিত নয় কিন্তু এদের সামনে সংসদ অসহায়। গত নির্বাচনে এই কাউন্সিল প্রায় দু'হাজার উদার মনোভাবের মুসলিম প্রার্থীকে নির্বাচনেই দাঁড়াতে দেয় নি, ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থীর তো প্রশ্নই ওঠে না। কাউন্সিলে তবু সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু একটা লোক এই সর্বময় ক্ষমতা পেলে সে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের অনানুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশ চালাবে। কারণ বাংলাদেশের কিছু শারিয়া-নেতার বড়ই মীরজাফরী চরিত্র। তারা তাদের নিজেরই মাতৃভুমিকে বিদেশের শারিয়া-ভিত্তিক ও ফতোয়াভিত্তিক অপসাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের সামনে তারা - ''হাস্যমুখে দাস্যসুখে বিনীত জোড়কর, প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর''।

চুক্তির প্রথম ধারা - ''পবিত্র কোরাণ, সুন্নাহ ও শরিয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না''। এতে মানুষের বানানো হাদিস-শারিয়াকে কোরাণের পর্যায়ে উন্নীত করার মত মারাত্মক ইসলাম-বিরোধী অপরাধ করা হয়েছে। অন্যেরা নাও জানতে পারে কিন্তু মওলানার তো জানা আছে সহি হাদিসগুলো পড়তে হাজারবার নাউজুবল্লাহ পড়তে হয়। বানরের পরকীয়া থেকে শুরু করে হজরত মূসা (আঃ)-এর নগ্ন হয়ে লোকভর্তি রাস্তায় দৌড়ানো (নাউজুবল্লাহ), তলোয়ারই হজরত মুহম্মদ (সাঃ)- এর রুটি-রুজী (আবার নাউজুবল্লাহ), নবীজীর মাথায় উকুন (আবার নাউজুবল্লাহ), নবীজী এক মৃত্যুমুখী বালিকার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করে দিলেন (আবার নাউজুবল্লাহ), নবীজীকে যে দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল তাকে নবীজী খুন করলেন (আবার নাউজুবল্লাহ), যুদ্ধবন্দীনিদেরকে তাদের বন্দী স্বামীদের সামনে ধর্ষণ কি নেই সহি হাদিসগুলোতে। গতবছর ইংল্যাণ্ডে যখন সংসদে প্রস্তাব করা হল অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো অপরাধ হবার আইন হবে, তখন শারিয়াপন্থীরা দৌড়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে এই আবদার নিয়ে, ওই আইনের আওতা থেকে যেন হাদিসকে রেহাই দেয়া হয়। কারণ তাঁরা ঠিকই জানেন সহি হাদিসগুলোতে কি অন্যায় ও হিংস্রতা আছে। শারিয়া আইনেও মা-বোনের ওপরে নৃশংস অপমান অন্যায় ও অত্যাচার আছে, এগুলো জাতিকে জানানো দরকার। এসব অনেক কারণেই চিরকাল বহু ইসলামি দার্শনিক ও মওলানা শারিয়ার বিরোধীতা করেছেন ও হাদিসকে সম্পুর্ণ বর্জন করেছেন। এর অজস্র উদ্ধৃতি-প্রমাণ দেয়া আছে হাক্কানি মিশনের প্রকাশিত ''শারিয়া কি, শারিয়া কেন'' বইতে। পাকিস্তানের বিখ্যাত মুনির কমিশনের রিপোর্টে আমরা দেখেছি জাতির সর্বোচ্চ শারিয়াপন্থী মওলানারাও ইসলাম কাকে বলে সেটাই ঠিক করতে পারেন না অথচ অন্যদের মুরতাদ ঘোষণা করতে তাঁরা এক্সপার্ট এবং ফতোয়া দিয়ে তাঁরা অসংখ্য মা-বোনের জীবন ধ্বংস করেন।

কেউ কেউ বলেন এ চুক্তি দিয়ে আ-লীগ আপাততঃ শারিয়াপন্থীদেরকে বিভ্রান্ত করছেন এবং নির্বাচনী-বৈতরণী পার হলেই মাঝিকে শ্যালক বলবেন। এটা সত্যি হলে আ-লীগকে মনে করিয়ে দিচ্ছি চালাকি বা ফটকাবাজী করে জাতির মঙ্গল করা সম্ভব নয়। বহু রাজনৈতিক ভাষ্যকার ইতিমধ্যেই অজস্র নিবন্ধে দেখিয়েছেন এ অপকর্ম করে তাঁরা রাজনৈতিক লাভবান তো হনই নি বরং নিজেরাও নৈতিক আত্মহত্যা করেছেন, জাতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রেও ছোবল মেরেছেন। ইসলাম-শারিয়া-কোরাণ-হাদিস ও মুসলিমের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন জাতি কি ভয়ংকর শাঁখের করাতে পড়ে গেছে তাঁদের এই ইসলাম-বিরোধী চুক্তিতে। ভবিষ্যতে ক্ষমতায় তাঁরা যান বা না যান হাজারো খড়্গ তাঁদের মাথায় ভয়াবহভাবে ঝুলবে এ চুক্তি মানতে গেলেও, বাতিল করতে গেলেও।

অদ্ভুত উটের পিঠে চলতে চলতে স্বদেশ আজ মরুভুমিতে পৌঁছে গেছে প্রায়। অলক্ষ্যে অট্টহাসি হাসছে জন্মভুমির নিয়তি ঃ - ''শারিয়া লইয়া খেলা! বড় কাল খেলা ! এইবেলা ভেঙ্গে দাও খেলা, নহে তুমি সে খেলার হইবে খেলেনা'' !

হাসান মাহমুদ
ডিরেক্টর, শারিয়া ল'
মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস।